কাওয়াবাতা ও বনফুলের অণুগল্প ঃ একটি মূল্যায়ন

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

এক

উদ্ভব যদিও ঊনবিংশ শতকে, তবু প্রথম ব্বিযুদ্ধের পর থেকেই সারা পৃথিবীতে ছোটগল্পের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি । সেইসঙ্গে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা । এই পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ফসল অণুগল্প । fable -এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে । fable -এর নীতিধর্মিতা এখানে অনুপস্থিত । ছোটগল্পের গবেষণায় খ্যতিমান প্তব্জ্ন্দ্ধ্ঙ্ন্স্ভ্রন্দ্ব একে নির্দিষ্ট 'short short' এবং ' miniature story' অভিধায় । তাঁর মতে, ছোট গল্পের সঙ্গে এব পার্থক্য সু
স্পষ্ট । যেসব গল্পের শব্দসীমা ১৫০০-র মধ্যে, তাই তাঁর ধাণায় স্থূলভাবে অণুগল্পের গোত্রভুক্ত । ছোটগল্পে ঘটনা বা বিষয়কে প্রসারিত করার সুযোগ বেশি না থ
াকলেও কিছুটা অন্তত আছেই । তুলনায়, অণুগল্পে ঘটনা ও চরিত্রকে পবিবর্ধিত করার অবকাশ নেই কোন । এখানে আমরা মানবচরিত্রকে প্রত্যক্ষ করি মুহূর্তের ঝলকে । 'একটি মুহূর্ত বিলাস, একটি মনন, একটি মেজাজ, কিছুটা জাগর-স্বপ্ন--সেবই, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে, অণুগল্পের বিয়য় । সুতরাং, ঘটনা এখ
ানে বিন্দুবৎ ও সংকেতগর্ভ হওয়াটাই কাম্য । উল্লেখ্য যে, সার্থক অণুগল্প বিশুদ্ধ দার্শনিকতার ভেতর দিয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে । অতিক্ষুদ্র পরিসরে ঘটনা পরিহার করে বা না করে একটি বিশেষ ভাব বা মুড-এর অবলম্বনে অণুগল্পকার কে সৃষ্টি করতে হবে একটি মহা-মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স । একইসঙ্গে চিহিত করতে হবে জীবনহরস্যের বিশালতাকে ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অণুগল্পের চর্চয় সফল প্রথম সাহিত্যিক অবশ্যই ফ্রান্জ্ কাফ্কা (১৮৮৩ - ১৯২৪) । তাঁর হাতে চিরাচরিত গল্পধর্ম ছেড়ে ছোটগল্প হয়ে ওঠে তীব্র প্রতীকধর্মী । অনুভূতি, উপলব্ধি ও আবেগকে অতি সংহতরূপে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি anecdote বা বৃত্তান্তের ভার প্রায় শূন্য করে দিয়ে গল্পকে করে তোলেন ইঙ্গিতমুখ্য । প্রকৃতপ্রস্তাবে, কাফ্কাই প্রথম দেখান, ঘটনাশূন্য গল্প কতটা ব্যঞ্জনাগর্ভ হতে পারে । উদাহরণ, তাঁর The Way Home, The Bachelor's Lot, Decisions প্রভৃতি রচনা ।

কাফকার পরেই নাম করতে হয় সুইডেনের পার লাগের্কভিস্ট্ (১৮৯১ -১৯৭৪)-এর । তাঁর ষ্ঠব্ধড়ন্দ্বজক্রস্তু ঢ, ন্স্প্লন্দ্ধক্রস্তু ড্ডন্দ্ধব্ধড় প্রভৃতি গল্প বৃত্তান্তকে বর্জন করতে-করতে পৌঁছে গেছে গীতিকবিতার কাছাকাছি । জার্মনী
র বোর্টোল্ড্ ব্রেশ্ট্ (১৮৮০ - ১৯৫৬), আর্হেন্তিনার বোর্হেস্ (১৮৯০ - ১৯৮৬) এবং হুলিও কোর্তাসার (১৯১৪ - ১৯৮৪) অণগল্পের চর্চা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে । দক্ষিণ আফ্রিকার কাসেই মোত্সিসি (১৯৩১ - ১৯৭৭), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাউলা ফক্স (১৯২৩ --) এবং ক্যুবা-র নোরবের্তো ফুয়েন্তেস্-ও অণুগল্পে ধর
ার চেষ্টা করেছেন বিচিত্র মানবজীবন ও অনুভূতির নানা দিক ।

অন্যদিকে আর্ন্তজাতিক দরবারে অণুগল্পের লেখক হিসেবে একেবারেই বিজ্ঞাপিত নন, অথচ উৎকর্ষতার মানদন্ডে এযাবৎ প্রতিষ্ঠিতদের সঙ্গে তুল্য-মূল্য, এমন দুজন হলেন জাপানের ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (১৮৯৯ - ১৯৭২) ও বংলার বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ১৮৯৯ - ১৯৭৯) । এঁরা একই কালসন্ধির শিল্পী । তাঁদের গল্পের বৃত্তে পাপ-পুণ্য, ভালো -মন্দ, ধর্মাধর্মের উপস্থাপনা আছে বটে, কিন্তু বেশির ভাগ গল্পই আকারে খুব ছোট ও গভীর রহস্যময় উপলব্ধির স্তর অভিমুখী । এদর পাঠক্রিয়ায় যে কারো মনে হতে পারে গল্প ও কবিতার মধ্যে একটা ' rope trick' চলছে বুঝি । পরিচিত জীবন থেকে, চেনা মানুষের দৈনন্দিনতা থেকে গল্পবীজ আহরণ রে তাঁরা এর পরিণতিতে সৃষ্টি করেছেন এক অপরিজ্ঞাত অপূর্বতা । এই বিশেষ জাতের গল্পের সমর্থক ছিলেন চেকভ্ । চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে ছাড়াও যে গল্প লেখা যেতে পারে, এই ধারণার সবক্ষে প্রথম মুখ খুলেছিলেন তিনি এভাবে ঃ ' People do not go to the North Pole and fall of icebergs ; they go to office, quarrel with their wives and eat cabbage soup.' সুতরাং, প্রাত্যহিক তুচ্ছত
াও গল্পের ভর হতে পারে । কাওয়াবাতা ও বনফুলে মিলে
ব এরই উৎকৃষ্ট রূপ ।

দুই

আন্তর্জাতিক পাঠকমহলে ইয়াসুমারি কাওয়াবাতার প্রতিষ্ঠা 'Izu Dancer', 'Snow Country', 'Thousand Cranes' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক হিসেবে । কিন্তু১৯৮৮-তে যেই তাঁর গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হলো

ইংরাজি অনুবাদে (Plam-of –the-Hand Stories) ছোট গল্পকার হিসেবে আমরা তাঁর আশ্চর্য মৌলিকতার পরিচয় পেলাম। এই সংকলনগ্রন্থে গল্প আছে মোট সত্তরটি। তার মধ্যে অণুগল্পই পঞ্চাশটি। কাওয়াবাতা নিজেও বিশ্বাস করতেন, তাঁর শিল্পচেতনার নির্যাসটুকু ধরা আছে ঐ ক্ষুদ্র গল্পগুলোতে। জে মার্টিন্ হল্মান্ বলেছেন, বিষয়-বৈচিত্র,পর্যবেক্ষণ ও ভাবগর্ভ শব্দ-ব্যবহারে কাওয়াবাতার অণুগল্পগুলো ম্লান করে দিয়েছে তাঁর দীর্ঘতর রচনাগুলোকে।

ওদিকে বনফুল 'তৃণখন্ড', 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'ডানা' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা হিসাবে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেও মেন রপ্ত করে নিয়েছিলেন একটি ক্ষণমুহূর্তে কোন চকিত ঘটনার ভেতর দিয়ে একটি জীবনগত সত্যকে বিদ্যুতের মতো দীপ্ত করে তোলার কৌশল। অথচ যথার্থ অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর গল্পাণুগুলি কতটুকুই বা পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দরবারে! যদিও, গল্পবিষয়ক ভাবনায় অনেকের থেকেই প্রাগ্রসর ছিলেন তিনি। এবং নিবিষ্টপাঠে তাঁকে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে কাওয়াবাতা-র বাঙালি প্রতিরূপ বুঝি। এতে অস্বাভাহিকতা নেই কোন। সমসাময়িক হওয়ার কারণে তাঁরা দুজনেই প্রত্যক্ষ করেছেন বিংশ শতাব্দীর গুত্বপূর্ণ প্রায় সব ঘটনা। উপলব্ধি করেছেন আধুনিক ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, প্রাত্যহিক জীবনে তার নানা বিড়ম্বনা, দুর্গতিকে। এছাড়া, দুজনেরই লক্ষ্য ছিল সনাতন দেশীয় প্রাণধর্মকে গল্পে যথাসাধ্য ফুটিয়ে তোলা। এভবে তাঁরা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেননি কখনোই। আবার বিষয় ও রচনাকৌশলে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন সাম্প্রতিকতাকেও। ফলে তাঁদের আধুনিকতা নিয়েপ্রশ্ন উঠতে পারেনা।

তবে দুজনের মধ্যে সব থেকে বড়ো সাদৃশ্য বুঝি এই যে, তাঁদের সমসাময়িক বহু-পঠিত বেশ কিছু সাহিত্যিকের মতো সৃষ্টির প্রক্রিয়ার তাঁরা কোন বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতায় চালিত হননি। বনফুলকে অবশ্য কোন-কোন সমালোচক কম্যুনিষ্ট-বিরোধী বলে চিহ্নিত করে থাকেন। প্রবণতাটি সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। স্বদেশী যুগে দেশীয় কম্যুনিস্টদের কিছু আচরণকে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মাত্র, কোন- কোন গল্পে। সেরকম সমালোচনা তো তিনি দক্ষিণপন্থীদেরও করেছেন বেশ কয়েক জায়গায়। যেমন, এদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে কংগ্রেসি রাজনীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে কটাক্ষ আছে তাঁর 'বুড়িটা' গল্পে।

তিন

অণুগল্পের লেখক সটান তীব্র উচ্চারণের মাধ্যমে উন্মোচিত করেন কিছু অমোঘ সত্য। তাঁর চকিত উপলব্ধিগুলো কাহিনীকে ব্যবহারিক অর্থ অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করে। কাওয়াবাতা-র 'Glass' গল্পটিতে কাঁচ-কারখানার শ্রমিক ছেলেটি যখন বলছে, 'আধুনিক যুগে আমরা সবাই অনুভব করছি পিঠে কাঁচের দেয়ালের স্পর্শ', তখন এযুগে মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের ইঙ্গিতটি গল্পতর এক পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে কাহিনীকে। কিংবা, স্মরণ করা যাক কাওয়াবাতারই The Girl Who Approached the Fire গল্পের এই অব্যর্থ উচ্চারণঃ 'স্বপ্ন যেহেতু অবচেতনের পরিবাহক তাই এতে আত্মপ্রতারণার সুযোগ নেই। ফলে বড্ড বিষাদ অনুভব করি।' বনফুলের 'চিন্তামণি' গল্পে প্যাথলজিষ্ট চিন্তামণি তীব্র বিকারগ্রস্ত পারিপার্শ্ব থেকে মুক্তি পেতে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, 'আমি অ্যামিবা হতে চাই।' খাদ্যান্বেষণে একরোখা, এবং তৃপ্ত হবার পরই অ্যামিবার তূরীয়, ভাবনাশূন্য অবস্থাটা ডাক্তার চিন্তামণির কাছে আধুনিক মানব-অস্তিত্বের ক্লিন্নতা থেকে অনেক সুখকর মনে হয়েছিল। অণুগল্পে ভাবসংহতি আনায় এমন অভিব্যক্তির গুত্ব আছে যথেষ্ট।

গীতিকবিতায় যেমন উপলব্ধ হয় একধরনের Enigmas of confinement, অণুগল্পও পাঠককে এগিয়ে দিতে পারে এরকম উপলব্ধির দিকে। এতে চরিত্রের উপস্থাপনায় কেটা timeless ব্যাপার এসে যায়। অর্থাৎ, চবিত্রগুলোর পূর্বাপর সম্পর্কে ইঙ্গিত থাকে যৎসামান্য। বর্তমানের পটে এদের অস্তিত্বের শুধু একটি ক্ষণিক দীপ্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর সেই ক্ষণিক উদ্ভাসনের মধ্যেই লেখক প্রতিফলিত করেন বৃহত্তম কোন সত্যকে। বনফুলের নিমগাছ'- এদেখি, যে পারিবারিক বনেদের ওপর স্থিত গোটা সমাজ, কারে অটুট রাখায় নারীর ভূমিকা সামান্য নিমগাছের অনুষঙ্গে স্পষ্ট-চিহ্নিত হয়েছে detail- এর নির্মম বর্জনের ভেতর দিয়ে। সানুপুঙ্খ উপস্থাপনাকে পরিহার করেই অব্যর্থ হয়ে উঠেছে বনফুলের 'বর্ণে বর্ণে' গল্পটিও। পুষশাসিত সমাজে নারীর অবমাননার বিষয়ে এমন ক্ষুদ্র, সংহত অথচ তীব্র অভিঘাতময় গল্প খুব একটা পড়েছি বলে মনে হয় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাওয়াবাতার Love Suicides গল্পটি। এটি এক আশ্চর্য সৃষ্টি। গল্পটি বৃত্তান্তপ্রবণ এবং এর পরিণতি আপাত বিচারে ঘটনাগত। কিন্তু, মূলত ভাবাশ্রায়ী। এখানে চরিত্রের উপস্থাপনায় পূর্বাপরতাকে একবারেই মানেননি লেখক। একটি জটিল চিত্তবৃত্তির উন্মোচনে চরিত্রকে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

এর কাঠামোটি এরকমঃ এক স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে গেছে বহুদূরে। দূর থেকেই সে নিয়মিত চিঠি দেয় স্ত্রীকে। একটা চিঠিতে আসে নির্দেশঃ 'শব্দ করো না। মেয়েকে পোর্সেলিনের বাটিতে কেতে দিওনা। চামচ ও বাটির টুং-টুাং শব্দটা বড্ড বুকে লাঘছে।' স্বামীর কথা বৌটি মানে অক্ষরে-অক্ষরে। তবু চিঠি আসার বিরাম নেই। প্রতি চিঠিতেই লেখা, এটা কোরো না, ওটা করো না। বড্ড শব্দ হচ্ছে। একদিন বৌ অতিষ্ঠ হয়ে তীব্র শব্দ করল। মেয়েকে চড় মারল সজোরে। ভেঙে-চুরে ফেলল ঘরের আসবাব। মাঝে-মাঝে সে স্বগতোক্তি করছিল, 'এবার কানে গেছে তো শব্দটা?' অবশেষে এলো স্বামীর শেষ চিঠি, 'জোরেস নেবে না। বড্ড কানে লাগছে......।' পরদিনই দেখা গেল সেই বৌ আর তার মেয়ে মরে পড়ে আছে। আশ্চর্য, তাদের ঠিক পাশে সেই স্বামীরও নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে ছিল সেদিন।

এভাবে একটি নিয়তি-নির্ধারিত জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক এমন শাণিত হয়ে উঠেছেন যে, গল্পের প্রতিটি বাক্য অর্জন করেছে এক বিরল ইঙ্গিতমর্মী উদ্ধৃতিযোগ্যতা। ধ্বংস ও মৃত্যুর সঙ্গে হয়ে প্রেম এখানে যে গভীরতা পেয়েছে তা শব্দবহুল কোন প্রক্রিয়ায় সম্ভব ছিলনা। বাস্তবিকই গল্পের আইডিয়াটাই দাবি করেছিল এই অণু-আকার। এটা কোন বড়ো জিনিসকে কেটেকুটে ছোট করার ব্যাপার নয় আদৌ।

কাওয়াবাতা ও বনফুলের কিছু গল্পে আমরা অণু-আকারের মধ্যেই দীর্ঘ বিস্তৃত কাহিনীর আবহ সৃষ্টি হতে দেখি। এবং সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে

একটি ভাব ও প্রবণতায় আবিষ্ট । ফলে সে typical হয়ে পড়েছে । আবিষ্ট দশায় যা কিছু করেছে সে, তার সবটা নিয়েই গল্প গড়ে উঠেছে এমনভাবে, যেন তার যাবতীয় কর্মকান্ড আসলে একটিমাত্র ঘটনা । কাওয়াবাতার 'O-shin jizo' গল্পে আমরা তাই দেখেছি । দেখেছি বনফুলের 'তিলোত্তমা'-য় । অন্দরমহলবাসিনী তিলোত্তমা-র বহির্জগৎ-নিরপেক্ষতাও একটি obsession. নিঃসন্দেহে অণুগল্পের পরিণতরূপ বলে চিহ্নিত হতে পারে এগুলো ।

অণুগল্পের ভর হিসেবে কখনো ব্যবহৃত হয় অন্তর্মুখী আত্মোক্তি (interior monologue) । উত্তমপুরুষে বিবৃত এ ধরনের গল্পে কথক তাঁর স্মৃতিপ্রবাহকে ব াঙ্ময় করে তোলেন । তবে এতে বিপদ আছে ঢের । যেমন, গল্পকার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির শিকার হয়ে পড়তে পারেন । অথবা, গল্প হয়ে উঠতে পারে একান্ত ব্যক্তিমূলক । কিন্তু কাওয়াবাতা ও বনফুল এই বিপদ এড়িয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে । কাওয়াবাতার ' Canaries' ও বনফুলের 'নী' পড়ে মনে হয়েছিল, ঘটনাহীনত াই এদের আবেদন বাড়িয়েছে বহুগুণ । ঘটনা থাকলে জীবনগত সত্যের উদ্ভাসন হয়তো অমন দীপ্ত হয়ে উঠতো না ।

সুতরাং, অণুগল্পের করণকৌশলগত নানা দিক এই দুই লেখকেরই অয়ত্তে ছিল, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা । গতিশীল প্রাণপ্রবাহ থেকে একটি বিশেষ প্রতীতি আহরণ করে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার মধ্যেকার কোন সত্য বা মিথ্যাকে নির্দিষ্ট করায় এঁরা দুজনই শক্তিধর । তবু পার্থক্য কিছু থেকেই যায়, যেহেতু যে- কোন শিল্পমাধ্যমের মতো অণুগল্পও আদতে লেখক-ব্যক্তিত্বেরই পরিস্রুত রূপ । তার একেকটি অভিব্যক্তি নিয়েই গল্প । জীবন থেকে তিনি প্রতীতি গ্রহণ করে থাকেন তাঁর ম ানসিক ও বৌদ্ধিক গঠন অনুযায়ী । যেমন, কাওয়াবাতার বাল্যকাল যেহেতু কেটেছিল প্রিয়জন-বিয়োগের াবহে, তাই তাঁর প্রতীতি আহরণে বিষণ্ণতার ছাপ পড়েছে । তিনি মৃত্যু নিয়ে গল্প লিখেছেন বিস্তর । লিখেছেন বিরহ-নির্ভর প্রেমকাহিনী । লিকেচেন পরিবেশ- নিয়তিতাড়িত মানবের নিঃসঙ্গতার বিষয়ে । কিন্তু সুখের কথা এই যে, বিষণ্ণ মেজাজের এইসব অণুকথামালার শরীরে লিপ্ত হয়ে আছে কাব্যের সুষমা । প্রতীতির সমগ্রতা রক্ষায় তিনি কখনোই ভুলে যাননি শিল্পলাবণ্য সৃষ্টিট াও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । কাহিনীর উপস্থাপনায় শিল্পের সুষমা যদি না ফোটে তাহলে তা মনে রাখার মতো গল্প হয়ে উঠবে কি করে ? পাঠকের মনে গল্পকে অতিক্রম করে গল্পতর কোন ঝঙ্কার সৃষ্টিতে নিপুণ ছিলেন বলেই কাওয়াবাতা সাহিত্যশিল্পী বিসেবে সর্বোত্তম গোষ্ঠীর ।

অন্যদিকে, কাওয়াবাতার মতো সাবজেকটিভ মেজাজের গল্প বনফুল যেকটি লিখেছেন তাতে তাঁর দক্ষতা ও মৌলিকতা পাঠককে চমকিত করেছে । 'পোস্টকার্ডের গল্প', 'রাতে ও প্রভাতে', 'ফুলদানীর একটি ফুল', 'পোকা' ইত্যাদি গল্পে কারিনীর ব্যবহারিক অর্থ -তাৎপর্য ছড়িয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি পরম মুহূর্ত যা প াঠকের অনুভবে আনন্দঘন মুক্তির উৎস ।

তবু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বনফুলের তুলনায় কাওয়াবাতার গল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক বেশি । শিল্পের ব্যঞ্জনাও বেশি । তাঁর 'God's Bones' গল্পটি পড়ে মনে হয়েছিল, নিরন্তর আত্মনিপীড়নের অভিজ্ঞতায় জীবনের স্থির কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে ফেরেন যে স্রষ্টা, একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এমন গল্প লেখা । প্রকৃত প্রস্তাবে, চরম শোকাবহ বিষয়কেও কাওয়াবাতা পারতেন সৌন্দর্যে বিভাসিতরূপে উপস্থিত করতে । এ কিছু কম শক্তি হয় ।

সামাজিক বাস্তবের উপস্থাপনায় বনফুল যে অনেকক্ষেত্রেই কলাকৌশলহীন তা কারো মতে অবক্ষয়লাঞ্ছিত সময়ের দাবির কাছে অতি সঙ্গত আত্মসমর্পণ । তবু শিল্পগুণ বিচারে এই মত গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে । ছোটগল্প যদি শুধুই বৃত্তান্তসিদ্ধ হয়, তবে তা কিভাবে কালজয়ী হয়ে উঠবে ? ভালো গল্প বনফুল লিকেছেন অনেকই । কিন্তু অগভীর, নিছক বিবৃতিধর্মী অণুগল্পও কম লেখেননি । উদাহরণ, জন বুল, বীর ঘর, কশাই, নক্ষত্র ও প্রেতাত্মা, বিশু আর ননী, সত্য, পরদিন বোঝা গেল, উপলব্ধি ইত্যাদি । অন্যদিকে ব্যঞ্জনাধর্মিতার লেশমাত্র নেই এমন প্ল্যান-প্যাটার্নসর্বস্ব অণুগল্প কাওয়াবাতায় কোথায় ?

তবে কাওয়াবাতার গল্পপাঠে যে ব্যাপারটি অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে তা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল মুহূর্তে কিংবা নানা সমস্যার টানাপোড়েনে তাঁর দেশের সাধারণ মানুষের জীবন কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল সে-ইঙ্গিত তাঁর গল্পের বৃত্তে মেলেনি । তীব্র সমাজসমস্যামূলক গল্প কটাই বা লিখেছেন তিনি ? Glass গল্পে এক শ্রমিকের যন্ত্রণাদীর্ণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে লেখক হয়ে ওঠার কাহিনী শুনিয়েছেন । আর God's Bones গল্পে আছে এক 'গেইশা' রমণীর ক্লিষ্ট জীবনের ছবি । অর্থাৎ নিতান্তই অল্প । অথচ তাঁর উত্তরসূরী য়ুকিও মিসিমা (Yukio Mishima,1925 - 70) বরাবর আলেড়িত হয়েছেন সামাজিক সমস্যার দ্বারা । জাপানে জারজ শিশুদের পুনর্বাসন-সমস্যা নিয়ে তাঁর একটি কালজয়ী অণু-গল্প আছে Swaddiling Clothes নামে । এমনকী কাওয়াবাতার নিকট পূর্বসূরী রিওনোসুকে আকুতোগাওয়া যখন 'রশোমন' লিখলেন ১৯১৫-য় তখন সেখানেও তিনি ফুটিয়েছেন এক বৃদ্ধার যন্ত্রণাতিক্ত অস্তিত্বের ছবি, প্লেগে মারা যাওয়া এক নারীর মাথার চুল উপড়ে তুলছিল যে । উদ্দেশ্য, পরচুলা বানিয়ে বিক্রি করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা । কাওয়াবাতার অণুল্পে এমন প্রখর ব াস্তবের ছবি নেই বললেই চলে ।

কিন্তু, সময়ের কল্লোল উচ্ছ্বসিত গল্প পনফুল অজস্র মিলবে । যেমন, নমুনা, চিন্তামণি, মুরলীর শেষ সুর, ছুঁড়িটা, সেকালের এক খোকনের গল্প, তপন, অতীতের র াণী, সেকালের রায় বাহাদুর উত্যাদি । যেহেতু বনফুলের প্রত্যক্ষ করা বাস্তবে ছিল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অবক্ষয় ও দুর্নীতি, তাই একটা সময়ে তিনি ভালোবাসতেন শুধুই সমাজনিয়তিনির্ভরকাহিনী লিখতে, যাতে ধরা পড়েছে সঙ্গোপন প্রজ্জ্বলনের ছাপ । স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে অনিকেত সময় ও সমাজের পথনির্দেশ ।

তবু, মানসিকতার বিচার কাওয়াবাতা ও বনফুল কাছাকাছি ছিলেন অকেকখানি । তাঁর কেউ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বীতস্পৃহ নন । স্বভাবত তাঁরা অহিংসার প্রতিপোষক । কাহিনীর উপস্থাপনায় আত্মকেন্দ্রিকতার বিবরে তাঁরা আশ্রয় খোঁজেননি কখনো । তাঁদের কোন গল্পেই অহেতুক পঙ্ক-মন্থন নেই । নেই বীভৎস বিক ারের ছায়াপাত । অভিনবতর গল্পভাবনায় তাঁরা শিল্পকেই গতিদৃপ্ত করেছেন । এবং যেহেতু তাঁদের গল্পের বসতি যতটা মস্তিষ্কে ঠিক ততটাই হৃদয়ে, তাই গল্পের ভাব ও রূপের ক্রমবিবর্তন সত্ত্বেও তাঁরা সংবেদী পাঠকের অভিনিবেশ অর্জন করে যাবেন সুদূর ভবিষ্যতেও, এটুকু আশা করা যেতেই পারে ।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com